২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা

মূল্য সংযোজন কর ও শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১.	মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ধারা ৬৮: ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানা ও ফেরত প্রদান: উপধারা (১) (খ) তে বলা হয়েছে- অন্যান্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ জের টানিতে হইবে এবং পরবর্তীতে ছয়টি কর মেয়াদে উক্ত অর্থ বিয়োজন করা যাইবে, তৎপরবর্তীতে অবশিষ্ট অর্থ এই ধারা অনুসারে ফেরৎ প্রদান করিতে হইবে। তাছাড়া ধারা ৬৯ অনুযায়ী ঋণাত্মক নীট পরিমাণ অর্থ জের টানা ব্যতিরেকে ফেরৎ প্রদান: উপধারা-(২) (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, আবেদনের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কমিশনার উওক্ত অর্থ ফেরৎ প্রদান করিবেন।	ধারা- ৬৮, ৬৯, ৭০ এবং বিধি ৫২, ৫৩, ৫৪ এবং সাধারণ আদেশ নং- ০৪/মূসক/২০২০, তারিখ ০১ মার্চ ২০২০ কে আরো সহজীকরণ করা প্রয়োজন। ফরম মূসক-৯.১ এর সমাপনী জের যদি ঋনাত্মক হয়, তাহলে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট মাসের ফরম মূসক-৯.১ এর **Refund-'√'** (টিক) চিহ্ন প্রদানের মাধ্যমে ফেরত প্রাপ্তির আবেদনের সুযোগ দেয়া উচিত। ৬ (ছয়) মাস জের টানা, টাকা ৫০,০০০/- এর সীমা, কমিশনার/বোর্ড এর অনুমোদন, অনুমোদনের ৬ মাস পর পুনরায় ফরম-৯.১- এ আবেদন ইত্যাদি ফেরত প্রাপ্তির বিধানকে জটিল করেছে এবং এসব শর্ত/পদ্ধতি/সীমা বিলোপ করা প্রয়োজন। রিফান্ড প্রদানের সময়সীমা ৩ মাস হতে ১ মাস করা যেতে পারে।	অবশিষ্ট ঋণাত্মক নীট পরিমান অর্থ জের টানতে হবে ৬(ছয়) মাস ধরে আবার কমিশনার ফেরৎ দেওয়ার জন্য ৩(তিন) মাস সময় নিবেন। মোট ৯(নয়) মাস সময় নেওয়ার ফলে ব্যবসায়ীরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হবে।
২.	বর্তমানে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ২০১২ এর ধারা ৮৩ অনুযায়ী একজন রাজস্ব কর্মকর্তা অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট স্থাপনা, কাগজপত্র ও প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান করতে পারবে। পাশাপাশি ধারা ৮৪ অনুযায়ী পণ্য জব্দ করার ক্ষমতা রাখে রাজস্ব কর্মকর্তা।	হয়রানি কমাতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইনের এই ধারা পূর্বের ন্যায় বহাল রাখার প্রস্তাব করছি। ধারা ৮৩ এর উপধারা (১) অনুযায়ী কমিশনার মহাপরিচালক এর নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার বা সহকারি পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন যেকোন মূসক কর্মকর্তা নিম্নে বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যথা:— (ক) অর্থনৈতিক কার্যক্রমের স্থান, অঙ্গান, ঘরবাড়ি, যানবাহন, ইত্যাদিতে প্রবেশ ও তল্লাশি; এবং ক্ষেত্রমত জব্দকরণ ও আটক; (খ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিদর্শন ও উহার রেকর্ডপত্র, নথিপত্র, দলিলাদি ও হিসাব পরীক্ষাকরণ। ধারা ৮৪ এর পণ্য জব্দকরণ ও উহার নিষ্পত্তি: করার ক্ষেত্রে উপধারা (১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধান লংঘন করিয়া কোন পণ্য সরবরাহ করেন বা কোন সেবা প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত পণ্য, বা সেবা প্রদানের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্য, দলিলাদি ও যানবাহন কমিশনার বা মহাপরিচালক বা	অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট স্থাপনা, কাগজপত্র ও প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান ও পণ্য জব্দ করার ক্ষমতা শুধু মাত্র কমিশনার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না করা হলে হয়রানির আশংকা বাড়ে। এমনকি অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দোকানের স্কয়ার ফিট অনুযায়ী মেপে ভ্যাট নির্ধারণ, অসদাচরণ করছেন যা অনেক ক্ষেত্রে ভীতির সৃষ্টি করেছে।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
		তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আটক, জব্দ ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।	
৩.	সাধারণ আদেশ নং ১৭/মূসক/২০১৯/১৭ জুলাই- এ উল্লেখিত টেবিল-১ এ উল্লেখিত ৭৫টি পণ্য ও টেবিল-২ ৭৯টি এ উল্লেখিত সেবা এবং টেবিল-৩ উল্লেখিত ৭টি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও বিক্রেতাদের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন করার কথা বলা হয়েছে।	সাধারণ আদেশ নং ১৭/মূসক/২০১৯/১৭ জুলাই দেখিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন প্রদান করার পর ভ্যাটের আওতায় তার টার্নওভার না আসলেও অনেক ক্ষেত্রে জোর করে ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে যা বন্ধ করার প্রস্তাব করছি। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে তালিকাভূক্তি প্রদান করা যেতে পারে এবং তাদের টার্নওভার ৫০ লাখ টাকা অতিক্রম করলে তারা টার্নওভার ট্যাক্স প্রদান করবে এবং ৩ কোটি টাকা অতিক্রম করলে ভ্যাট প্রদান করবে।	যিনি ৫০ লক্ষ থেকে ৩ কোটি টাকার আওতায় নেই, যার ভ্যাট দেওয়ার কথা না শুধু নিবন্ধন করার কথা ও মাসিক রিটার্ন জমা দেওয়ার কথা, তাকে ভ্যাটের আওতায় নিয়ে আসার জন্য হয়রানিমূলক আচরণ বন্ধ করা প্রয়োজন। এটা ভ্যাট আইনের স্পিরিটের বিরোধী। তিন কোটি টাকার উপরে গেলে ভ্যাট দিবে এবং রিটার্ন দিবে না। আইনের সুবিধাটা সাধারণ আদেশের মাধ্যমে আসুক। অন্যথায় এটি ভ্যাট প্রদানকে নিরুৎসাহিত করবে।
৪.	ধারা-২০ অনুযায়ী আমদানীকৃত সেবার ক্ষেত্রে গ্রহীতার নিকট হতে (Reverse charge) কর আদায়।	ধারা-২০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নের বিষয়গুলো স্পষ্টায়ন প্রয়োজন: (ক) কোথায় ধারা-২০ অনুযায়ী Reverse charge প্রযোজ্য হবে, কোথায় এসআরও-১৮৭ এর বিধি-৩(২) অনুযায়ী মূসক উৎসে কর্তন করতে হবে, তা স্পষ্টিকরণ না করলে ধারা-২০ এর প্রয়োগ ব্যাহত হবে। (খ) এসআরও-১৮৭ এর বিধি-৩ (২) অনুযায়ী মূসক উৎসে কর্তন করা হলে, কিভাবে রেয়াত নেয়া হবে বা হ্রাসকারী সমন্বয় করা হবে তা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।	(ক) কোথায় ধারা-২০ অনুযায়ী Reverse charge প্রযোজ্য হবে, কোথায় এসআরও-১৮৭ এর বিধি-৩(২) অনুযায়ী মূসক উৎসে কর্তন করতে হবে, তা স্পষ্টিকরণ না করলে ধারা-২০ এর প্রয়োগ ব্যাহত হবে। ধারা-২০ এর Reverse charge ক্ষেত্রে কোন ভ্যাট ডিপোজিট প্রযোজ্য হওয়া উচিত নয়। (খ) এসআরও-১৮৭ এর বিধি-৩(২) অনুযায়ী মূসক উৎসে কর্তন করা হলে, কিভাবে রেয়াত নেয়া হবে বা হ্রাসকারী সমন্বয় করা হবে তা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।
৫.	এসআরও নং ১২১ কাস্টমস/ ৩ জুন/ ২০২০/ ও এসআরও নং ১২২/৩ জুন/ ২০২০/ শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ও কাঁচামাল আমদানি করার সময় রেয়াতি হারে আমদানির সুবিধা পেতে প্রত্যায়নপত্র প্রদান করতে হয়। আবার শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ও উপকরণ আমদানি করার ক্ষেত্রে অগ্রীম করের পরিমাণ ৫% থেকে ৪% নির্ধারণ করা হয়েছে।	কাঁচামাল ও ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানি করার ক্ষেত্রে অগ্রিম কর বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করছি ।	ভ্যাটের প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করার খরচ অনেক বেশি হওয়ায় এই ১% হ্রাস করার তেমন উপকার পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ফর্ম (মূসক ফর্ম-২.৩), ইনপুট আউটপুট কোইফিশিয়েন্ট (মূসক ফর্ম-৪.৩), বিগত ১২ মাসের রিটার্ন সাবমিশন, বিভাগীয় রাজস্ব কর্মকর্তা থেকে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া সামগ্রিকভাবে শিল্পখাতের উন্নয়নে এ প্রস্তাব বিবেচনা করা প্রয়োজন।

২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৬.	নতুন ভ্যাট আইন-২০১২ মোতাবেক জুন, ২০১৯ ইং-এ চলতি হিসাবের সমাপনী জের সমন্বয় করার জন্য কমিশনার মহোদয় থেকে অনুমোদন গ্রহন করা বা ১৮.৬ প্রত্যয়ণ পত্র অনুমোদন নেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। তবে প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের শর্ত হচ্ছে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন মামলা থাকতে পারবেনা এবং প্রতি কর মেয়াদে মাত্র ১০% হারে সমন্বয়যোগ্য হবে। (খ) তাছাড়া, মামলার আপিলের সময় ১০ শতাংশ হারে নগদ টাকা জমা এবং ন্যায় বিচার সাপেক্ষে সরকারের পাওনা হলে তাহা পরিশোধযোগ্য।	প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রম সচল রাখা ও সরকারের রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি-১১৮ এর উপবিধি ২ এর সংশোধনপূর্বক অবশিষ্ট সমাপনী জের ২ মাসের মধ্যে সমন্বয় করার সুযোগ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি সচল ও সরকারের রাজস্ব আদায় অব্যাহত রাখার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।	চলতি হিসাবের সমাপনী জের নতুন মূসক আইনের অধীন ব্যবস্থিত এবং সমন্বয় করার জন্য ফরম মূসক-১৮.৬-এ আবেদন করার ১ মাসের মধ্যে কমিশনার কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র প্রদানের বিধান আছে। আপীল/মামলা/রীট আবেদন অনিষ্পন্ন থাকলে আবেদনকারী সমন্বয়ের প্রত্যয়নপত্র পাবে না। এটা খুবই অযৌক্তিক বিধান। যেহেতু, মূসক আইন, ১৯৯১ চলমান থাকলে এরূপ আপীল/মামলা/ রীট চলমান থাকা অবস্থায় বা মূসক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত আপীল/ মামলা/ রীট সংক্রান্ত কোন মূসক বিয়োজন না করে থাকলে চলতি হিসাবের জের থেকে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কোন আইনানুগ বাধা থাকত না; তাহলে নতুন আইন প্রবর্তনের জন্য নিবন্ধিত ব্যক্তিকে আপীল/মামলা/রীট আবেদন অনিষ্পন্ন থাকার কারণে প্রত্যয়নপত্র প্রদান না করার বিধান সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তবে, কোন স্বীকৃত মূসক/সুদ/জরিমানা পাওনা থাকলে তা সমন্বয় করে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা যেতে পারে। সমন্বয়ের জন্য কোন সীমা থাকা উচিত নয়, যা পূর্ববর্তী আইনে প্রদত্ত অধিকারের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। তবে সেক্ষেত্রে ১০% কে অন্তত ২৫% করা যেতে পারে। প্রত্যয়নপত্রের জন্য ১ মাসের সময়সীমা মানা হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে, ১ মাসের মধ্যে প্রত্যয়নপত্র প্রদান না করলে চলতি হিসাবের সমাপনী জের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কমিশনারের সম্মতি আছে বলে ধরে নেয়া হবে-এরূপ বিধান করা যেতে পারে।
৭.	ভ্যাটের আওতা বর্হিভূত ব্যবসায়ীদের টার্নওভারের উর্দ্ধসীমা ৩ কোটি টাকা এবং টার্ন-ওভার কর ৪% নির্ধারণ করা হয়েছে।	বার্ষিক টার্নওভারের উর্দ্ধসীমা ৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি এবং পণ্যের ভ্যালু এডিশন অনুপাতে বা মুনাফা অনুপাতে টার্নওভার ট্যাক্স আরোপের প্রস্তাব করছি।	বর্তমান সময়ে বিদ্যমান ৩ কোটি টাকার উর্দ্ধসীমা খুবই অপ্রতুল এবং বিক্রয় মুল্যের উপর ৪% কর হার অত্যধিক এবং অসম। পণ্যের ভ্যালু এডিশন অনুপাতে যদি ভ্যাট আরোপ না করা হয় বা ব্যবসায়ীদের মুনাফার উপর যদি ৪% ভ্যাট আরোপ করা হয় তখন টার্নওভার কর আদায়ের পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু এভাবে মোট বেচাকেনা ৩ কোটি টাকা হলেই যে তার মোট বিক্রয়ের ৪% মুনাফা হবে তা নিশ্চিত নয়। তাই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বা

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
			এসএমই ব্যবসায়ীদের ৪ কোটি টাকার টার্নওভার হলে তখন নিট মুনাফার ৪% ভ্যাট প্রদান করা যৌক্তিক হবে।
৮.	বর্তমানে অর্থ আইন ২০২০-এর মাধ্যমে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেবাখাতে ১৫% ভ্যাট প্রদানের পরও উৎসে মূসক কর্তন করা হয়।	সেবাখাতে ১৫% ভ্যাট প্রদানের পরও উৎসে মূসক কর্তন করা থেকে অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি। উল্লেখ্য এসআরও নং ১৮৭/আইন/২০১৯/৪৪ -মূসক/১৩ জুন এর ধারা ৩ (ক) অনুযায়ী ১৫% হারে মূসক প্রদান ও ভ্যাট চালানপত্র প্রদান করলে উৎসে মূসক কর্তন থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল।	এসআরও নং ১৮৭/আইন/২০১৯/৪৪ -মূসক/১৩ জুন অনুযায়ী ১৫% মূসক প্রদান এবং মূসক চালানপত্র মূসক ৬.৩ প্রদান করা হলে উৎসে মূসক কর্তন করা থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছিল ২০১৯-২০ অর্থবছরে। আমরা এই আইন পুনর্বহালের প্রস্তাব করছি, যাতে করে উপকরণ কর রেয়াত নেয়া সহজ হয়। কারণ এতে করে এসআরও নং ১৪৯/আইন/২০২০/১১০ -মূসক/১১ জুন অনুযায়ী যিনি উৎসে মূসক প্রদান করেন, তার সমন্বয় করা সহজ হবে। মূসক আইনের অনুচ্ছেধ ২(৭১), ৪৫,৪৮,৪৯ এবং ৬৮ ও বিধি ৪০(১) এর (চ) পাশাপাশি মূসক ফর্ম ৯.১ এবং মূসক ফর্ম ৬.৬ পর্যালোচনা করে দেখা যায় সরকারি কোষাগারে উৎসে মূসক এর অর্থ প্রদান করা অপরিহার্য নয়, যদি তা সমন্বয়ের সুযোগ থাকে। কারণ তা ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট বা বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রদান করা যায়। তারপরেও উৎসে মূসক কর্তন আইন জারি করা হয়েছে এসআরও নং ১৪৯/আইন/২০২০/১১০ -মূসক/১১ জুন এর মাধ্যমে। তাছাড়া পরবর্তী সময়ে উক্ত এসআরও নতুন এসআরও নং ৩৩২/আইন/২০২০/১২৭ -মূসক/৯ ডিসেম্বর এর মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছে যদিও তা পূর্বের উল্লেখিত সকল আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। এ কারণে যার উৎসে কর্তিত মূসক সমন্বয় করার সুযোগ রয়েছে, তাকে ট্রেজারি চালানে উৎসে মূসক জমা প্রদান করার বাধ্যবাধকতা অব্যাহতি প্রদান করুক।
৯.	ধারা-৫১ অনুযায়ী কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহের সময় মূসক-৬.৩ এর মাধ্যমে কর চালানপত্র ইস্যু করতে হয়।	মূসক-৬.৩ ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নের প্রস্তাবনা রাখছি: (১) কম্পিউটারে মূসক-৬.৩ তৈরী করতে হলে তা একমাত্র এনবিআর অনুমোদিত (চাই তা নিজস্ব বা অনুমোদিত সফটওয়ার কোম্পানির) সফটওয়ার দ্বারা তৈরী করতে হবে;	মূসক-৬.৩ ব্যবস্থাপনার কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আইন ও বিধির কোথাও নেই। এমতাবস্থায়, প্রতিষ্ঠানগুলো তার ইচ্ছামতো কম্পিউটারে টাইপ করে মূসক-৬.৩ ইস্যু করবে;

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
		(২) প্রতিটি মূসক-৬.৩ তে কিউআরকোড থাকবে, কিউআরকোড রিড করলে তাতে নিম্নের বিষয়গুলো দেখা যাবে: (ক)এনবিআর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের নাম; (খ)ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের নাম; (গ) এনবিআর প্রদত্ত এ উদ্দেশ্যে বিশেষ লগো; (ঘ) ইস্যুকৃত মূসক-৬.৩ এর সংখ্যানুক্রমিক নম্বর দেখা যাবে। (৩) মূসক-৬.৩ এর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রঙের কাগজ নির্ধারণ করা থাকবে।	ফলে মূসক-৬.৩ ব্যবস্থাপনায় অপব্যবহার হতে পারে এবং সঠিক মূসক-৬.৩ যাচাই করা সম্ভব হবে না।
১০.	ধারা-১২২ অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের না করলে আপীলাত ট্রাইবুনাল কর্তৃক আপীলের সময়সীমা বৃদ্ধির কোন সুযোগ নাই।	আপীলাত ট্রাইবুনালে ৯০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করতে ব্যর্থ হলে মাননীয় আপীলাত ট্রাইবুনাল কর্তৃক আপীল দায়েরের সময়সীমা আরো ৬০ দিন বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রদান করে ধারা-১২২ সংশোধনের প্রস্তাব করছি।	ধারা-১২১ মোতাবেক কমিশনার (আপীল) এর নিকট ৯০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করতে না পারলে, কমিশনার (আপীল) মহোদয় আপীল দায়েরের জন্য আরো ৬০ দিন সময় বৃদ্ধি করতে পারে। বাস্তবে নানাবিধ সমস্যার কারণে যথাসময়ে আপিল করতে সক্ষম হন না তাই এই যৌক্তিক সময় বৃদ্ধি আপিল পক্রিয়া সহজ ও অধিক গ্রহণযোগ্য করে তুলবে।
১১.	মূল্য সংযোজন কর আইন-২০১২ এর তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট ৫% এবং আমদানী কালে ৫%অগ্রিম কর আদায় করা হয়। ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন হারের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা আইন ও বিধির কোথাও উল্লেখ নাই।	ব্যবসায়ী পর্যায়ে আরোপযোগ্য মূসক হার এবং যোগানদার এর ক্ষেত্রে আরোপযোগ্য মূসক হার, উভয় খাতে হারের মিল রেখে ৫% করার প্রস্তাব করছি।	মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এর ধারা-৩১ এ অগ্রিম কর আদায় ও সমন্বয়ের বিধান আছে। উক্ত ধারা মোতাবেক ব্যবসায়ীরা মাসিক দাখিলপত্রের মাধ্যমে উক্ত অগ্রিম কর সমন্বয় করে থাকে। ফলে, বাণিজ্যিক আমদানীকারকের নিকট থেকে সরকার কোন ভ্যাট পাচ্ছে না। যেমন,(ক) আমদানীকালে প্রদত্ত কর মাসিক দাখিলপত্রে সমন্বয় করে; (খ) ব্যবসায়ীরা ভ্যাট হার ৫% হওয়ায়, পণ্য সরবরাহকালে মূসক-৬.৩ ইস্যু করে যে ভ্যাট সরকারী ট্রেজারীতে জমা করে তা আবার উৎসে কর্তনের সনদপত্র দ্বারা মাসিক দাখিলপত্রে সমন্বয় করে।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
			ব্যবসায়ী ও যোগানদারের করের মধ্যে তারতম্য হওয়ায় একটি লেনদেন যোগানদার না ব্যবসায়ী হিসাবে বিবেচ্য হবে এবং উৎসে কর্তনযোগ্য হবে কিনা এ সংক্রান্ত জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১২.	**নতুন আইনের চর্তুদশ অধ্যায়, ধারা ১০০: পণ্য জব্দকরণ, উহার বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্টন। উপধারা (১)** বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে যদি কোন পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে এবং বিনা নোটিশে জব্দ করা হইয়া থাকে, তবে কমিশনার, যথাশীঘ্র সম্ভব, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির উপর জব্দের নোটিশ জারি করিবেন।	উপধারা (১) বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে বিনা নোটিশে জব্দ করা যাবে না।	বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে বিনা নোটিশে জব্দ করা যাবে না। এতে করে আইনের প্রয়োগের তুলনায় অপপ্রয়োগ বৃদ্ধি পাবে। মানুষের কর প্রদানের আগ্রহ হ্রাস পাবে।
১৩.	এসআরও নং ১৭২ আইন/২০১৯/২৯-মূসক অনুযায়ী নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থান ও স্থাপনা ভাড়া যদি কারখানার জন্য হয়, তাহলে মূসক অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে।	ইকোনোমিক জোনে স্থাপিত শিল্পের জন্য নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেজার (BEZA) লীজ রেন্ট এর উপর এসআরও নং ১৭২ আইন/২০১৯/২৯ অনুসারে মূসক অব্যাহতি দেওয়া উচিত	এসআরও নং ১৭২ আইন/২০১৯/২৯ অনুসারে মূসক অব্যাহতি দেওয়ার পরেও (BEZA) লীজ রেন্ট এর উপর কেন মূসক আরোপ করে, তা যথাযথভাবে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হলে সাধারণ উদ্যোক্তাদের হয়রানি ও ব্যবসা পরিচালন ব্যয় হ্রাস পাবে ।
১৪.	অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু অনলাইনে এখনো অন্যান্য ফর্মগুলো যেমন উপকরণ উৎপাদ সহগ (ফর্ম৪.৩) অনলাইনে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।	অনলাইনে অন্যান্য ফর্মগুলো যেমন উপকরণ উৎপাদ সহগ (ফর্ম-৪.৩) সহ সকল ফর্ম প্রদানের ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য প্রস্তাব করছি।	এতে ব্যবসায়ীদের ঝামেলা কমবে এবং ব্যবসার ব্যয় হ্রাস পাবে।
১৫.	এইচ এস কোডের পরিবর্তনের কারণে অতীতে ১০০% জরিমানার বিধান থাকলেও বর্তমানে ২০০% থেকে ৪০০% পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করা হচ্ছে।	২০০% থেকে ৪০০% পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করার বিধান বাতিল করে ১০০%-২০০% জরিমানা আরোপ করার বিধান বহাল রাখার অনুরোধ করছি যদি ইচ্ছাকৃত ভুল বলে প্রমাণিত হয়। আর যদি অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়, তবে ৫০% জরিমানা আরোপ করার প্রস্তাব করছি।	সামান্য ভুলের কারণে এইচএস কোডের পরিবর্তন হলে এবং এভাবে জরিমানা আরোপ করা হলে ব্যবসা করা কঠিন হয়ে পড়বে। এভাবে ব্যাপক হারে জরিমানা আরোপ করা হলে ব্যবসা পরিচালনা ব্যয় বেড়ে যাবে করোনা পরবর্তী সময়ে। এ প্রেক্ষিতে দেশের ব্যবসায়ীদের ব্যবসা পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।
১৬.	**ব্যাংকিং খাত** ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ গ্রহণ করার সময় ঋণ হিসাবে দুইবার আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়। প্রথমত, ঋণের অ্যাকাউন্টে আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয় এবং একই ঋণের আমানত ডিপোজিট হিসাবে জমা দেওয়ার পরে আবার আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়।	ঋণ হিসাবে দুইবার আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।	দ্বৈত আবগারি শুল্ক'র কারণে ব্যবসা পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
১৭.	**পাটখাত** স্থানীয় বাজারে পাটজাত-পণ্য বিক্রয়ে মূসক রহিতকরণের সার্কুলার জারী করা হয়েছিল।	স্থানীয় বাজারে পাটপণ্য বিক্রয়ে মূসক রহিতকরণ আরো পাঁচ বছর বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি।	বিশ্বব্যাপী পাটখাত বাজারে ৬২% বাংলাদেশের। অতীতে বাংলাদেশের প্রধানতম বিদেশি মুদ্রা অর্জনকারী ছিল পাট। পাট পণ্যের নতুনত্ব ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে পাটকে পুনরুজ্জীবিত করতে মূসক রহিতকরণ আরো পাঁচ বছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১৮.	**চামড়া শিল্পখাত** জেনারেল বন্ড নবায়ন করার ক্ষেত্রে চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নতুন বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রথম ১ বছরের মধ্যে এবং এর পর প্রতি ২ বছরান্তে বন্ড লাইসেন্স নবায়ন করতে হয়। অপরদিকে তৈরি পোশাক শিল্পখাতে বন্ড লাইসেন্স প্রতি ৩ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়ে থাকে।	চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পখাতের বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস করা ও তৈরি পোশাক শিল্পখাতের ন্যায় বন্ড লাইসেন্স প্রতি ৩ বছরের জন্য নবায়ন করার প্রস্তাব করছি।	দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি শিল্পখাত হিসেবে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং ফুটওয়্যার শিল্পখাতের জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের মত হওয়া উচিত।
১৯.	**লুব্রিকেন্ট** জাতীয় বাজেট ২০২০-২০২১ এর এস আরও নং-১৩৫-আইন/২০২০/৮৬/কাস্টমস টেবিল ২-এ বর্ণিত মূল্যভিত্তিক কাস্টমস ডিউটি অরোপযোগ্য পণ্যের আমদানি ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য $ ২০০০.০০/ মেট্রিক টন ($২.০০/কেজি) নির্ধারণ করা হয়েছে।	আমদানিকৃত ফিনিসড লুব্রিক্যান্টস এর ন্যূনতম শুল্কায়ন মূল্য এস আরও নং-২২৪-আইন/২০১৯/৪২/কাস্টমস যৌক্তিক হারে হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।	বিদ্যমান কাস্টমস ডিউটি আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য $ ২.০০/ প্রতি কেজি নির্ধারণ যৌক্তিকভাবে হ্রাস করা উচিত যাতে করে স্থানীয় আমদানিকারকও টিকে থাকতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পকে সহায়তা করতে পারে।